বাংলা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	লেকচার	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		ব্যাকরণ অংশ	
১.	লেক – ১	বাংলা ভাষার উদ্ভব, ভাষারীতি , ধ্বনি, বর্ণ	১ – ৮
২.	লেক – ২	সন্ধি	৯ – ২৪
৩.	লেক – ৩	ধ্বনি পরিবর্তন ও যুক্ত বর্ণ	২৫ – ২৯
৪.	লেক – ৪	বানানরীতি, বাক্যশুদ্ধি, প্রয়োগ – অপ্রয়োগ	৩০ – ৩৫
৫.	লেক – ৫	ণ – ত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান	৩৬ – ৩৭
৬.	লেক – ৬	শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৩৮ – ৪২
৭.	লেক – ৭	প্রকৃতি – প্রত্যয় ও ধাতু	৪৩ – ৫০
৮.	লেক – ৮	সমাস	৫১ – ৫৯
৯.	লেক – ৯	পদ – প্রকরণ	৬০ – ৬৫
১০.	লেক – ১০	কারক – বিভক্তি	৬৬ – ৭২
১১.	লেক – ১১	বাক্য	৭৩ – ৭৬
১২.	লেক – ১২	যতিচিহ্ন, ক্রিয়া	৭৭ – ৮০
১৩.	লেক – ১৩	প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, পারিভাষিক শব্দ, ছন্দ ও অলংকার	৮১ – ১০৩
		সাহিত্য অংশ	
১৪.	লেক – ১	প্রাচীন যুগ ও অন্ধকার যুগ	১০৪ – ১১১
১৫.	লেক – ২	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলি	১১১ – ১১৭
১৬.	লেক – ৩	মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, অনুবাদসাহিত্য, মুসলিম সাহিত্যিকগণ	১১৮ – ১২৩
১৭.	লেক – ৪	আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	১২৪ – ১২৮
১৮.	লেক – ৫	ছদ্মনাম উপাধি, পত্র – পত্রিকা, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য	১২৯ – ১৪৩
১৯.	লেক – ৬	মহাকাব্যের ধারা ও কাব্যগ্রন্থ	১৪৪ – ১৫০
২০.	লেক – ৭	আধুনিক যুগ – ১	১৫১ – ১৫৫
২১.	লেক – ৮	আধুনিক যুগ – ২	১৫৬ – ১৬৫
২২.	লেক – ৯	আধুনিক যুগ – ৩	১৬৬ – ১৬৮
২৩.	লেক – ১০	নারী সাহিত্যিক ও নাট্যকার	১৬৯ – ১৭১

বাংলা ভাষা

লেকচার ১

- ভাষা (ভাষার উদ্ভব, উপাদান ও উপকরণ) ক্রমবিকাশ
- ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়
- ধ্বনি ও বর্ণ
- বাংলা ব্যাকরণের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ
- বাংলা ভাষারীতি ও বিভাজন
- বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ

ভাষার উদ্ভব ও উপাদান

❖ **ভাষা:** মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ভাষা। মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে।
সৃষ্টির ইতিহাসে : আগে ভাষা– পরে ব্যাকরণ। প্রত্যেক ভাষার চারটি মৌলিক অংশ থাকে তা হলো –
ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ।

❖ ভারতে আর্য জাতির আগমন ঘটে ১৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। তাদের ভাষা ছিল মূল আর্যভাষা। বৈদিক ভাষা এর প্রাচীনতম রূপ। বাংলা ভাষার মূল উৎস আর্যভাষা বা বৈদিক ভাষা।

❖ আর্যভাষা তিনটি স্তরে বিভাজিত। যথা –
ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা : বৈদিক ও সংস্কৃত;
খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা : পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ
গ) নব্যভারতীয় আর্যভাষা : বাংলা, উড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি।

❖ বাংলা ভাষার মূল উৎস প্রাকৃত ভাষা। 'প্রাকৃত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'স্বাভাবিক' এবং ভাষাগত অর্থ – জনগণের ভাষা। প্রাকৃত ভাষা থেকে দুটি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে– একটি 'পালি', অন্যটি 'অপভ্রংশ'। 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ বিকৃত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অপভ্রংশের কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। অপভ্রংশ ভাষা থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি লাভ করে আমাদের 'বাংলা ভাষা'।

❖ আনুমানিক এক হাজার বছর আগের পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

১. বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা ৭১৩৯ টি। বর্তমানে বাংলা ভাষার অবস্থান অন্যতম প্রাদেশিক ভাষা বাংলা।
২. বর্তমানে বাংলা ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ (প্রায় ৩০ কোটি)।
৩. ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম প্রাদেশিক ভাষা বাংলা।
৪. উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয় – আড়াই হাজার বছর আগে।
৫. ভাষার সংবিধান বলা হয় ব্যাকারণ।
৬. পৃথিবীতে কথা বলে সবচেয়ে বেশি মানুষ ইংরেজিতে।
৭. ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব ভারতীয় দশম শতকে কুটিল লিপি নামে পরিচিত লাভ করে।
৮. বাংলা লিপি কুটিল লিপিরা বির্বর্তীত রূপ।
বাংলা লিপিতে লেখা হয় অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

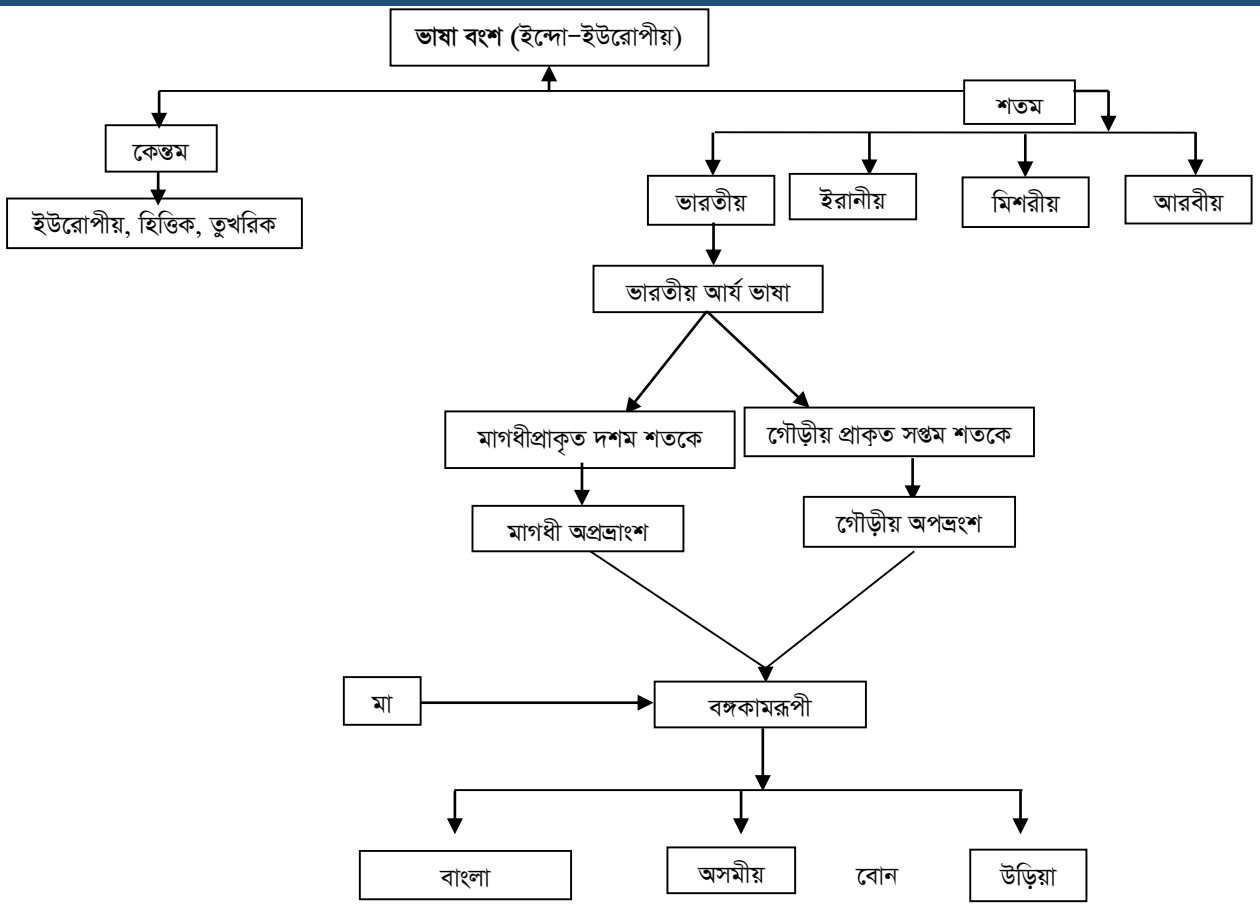

- বাংলা ভাষার জননী/মা হচ্ছে বঙ্গকামরূপী।
- বাংলা ভাষার বোন হচ্ছে আসামীয় উড়িয়া।

☞ **শর্টকাট : ইন্দো শত বার ভারত গিয়ে তার প্রকৃত মাগো কে দেখে বঙ্গকামরূপী হয়ে বাংলায় ফিরলো।**

বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ভাষাবিদদের মন্তব্য

ভাষাবিদ	মন্তব্য
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাংলা ভাষার উদ্ভব মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ	বাংলা ভাষা উদ্ভবের সময় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা ভাষার উদ্ভব গৌড়ী প্রাকৃত ভাষা (মাগধী প্রাকৃতের প্রাচ্যতর রূপ) থেকে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা ভাষা উদ্ভবের সময় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল সপ্তম-দ্বাদশ শতাব্দী

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য বিষয়	আলোচিত বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব	ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, যুক্ত ব্যঞ্জন, ধ্বনিসংযোগ, বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণত্ব ও ষত্ব বিধান
শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব	শব্দ, শব্দের উৎপত্তি, শব্দের গঠন, পদ, পদের প্রকারভেদ, পদাশ্রিত নির্দেশক, উপসর্গ, অনুসর্গ, দ্বিরুক্তি, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, ক্রিয়ামূল ও ধাতু রূপ, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, পুরুষ, বচন, কারক , বিভক্তি, সমাস
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম	বাক্য প্রকরণ, বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ, যতি বা ছেদ চিহ্ন, পদবিন্যাস, প্রবাদ-প্রবচন, বাচ্য, উক্তি, কারক বিশ্লেষণ
অর্থতত্ত্ব	শব্দের অর্থবিচার (সমার্থক, বিপরীতার্থক শব্দ), বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ; মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ, পারিভাষিক শব্দ, বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা

বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ

ব্যাকরণ গ্রন্থ	গ্রন্থকার
A Grammar of the Bengali Language (১৮০১)	উইলিয়াম কেরি
A Grammar of the Bengal Language	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
The Origin and Development of the Bengali language (ODBL)	ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৫২)	শ্যাঁমাচরণ সরকার
ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ব্যাকরণ মঞ্জুরী	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	মুনীর চৌধুরী, ইব্রাহিম খলিল ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (বাংলা একাডেমি প্রণীত)	রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার
ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলাধ্বনিতত্ত্ব	মুহাম্মদ আবদুল হাই
প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	ড. রফিকুল ইসলাম
বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ	ড. সুকুমার সেন

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. ভাষা কী?
ক. উচ্চারণের প্রতীক খ. মুখের ভঙ্গি গ. ইঙ্গিতের সমষ্টি ঘ. ভাব প্রকাশের মাধ্যম উত্তর: ঘ

২. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে –
ক. বর্ণ খ. শব্দ গ. বাক্য ঘ. ভাষা উত্তর: ঘ

৩. কোনটি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. অর্থদ্যোতকতা খ. ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি গ. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি ঘ. জনসমাজে ব্যবহার যোগ্যতা উত্তর: খ

৪. ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?
ক. ব্যাকরণ খ. ব্যাকরণ ও ভাষা একসাথে গ. ভাষা ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর:গ

৫. কোনটি ভাষাবংশের নাম নয়?
ক. আফ্রিকীয় খ. দ্রাবিড়ীয় গ. ইন্দো–ইউরোপীয় ঘ. হিস্পানি উত্তর:ঘ

৬. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
ক. দ্রাবিড়ীয় খ. ইউরোপীয় গ. ইন্দো–ইউরোপীয় ঘ. সেমেটিক উত্তর: গ

৭. ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষা বংশের কয়টা শাখা?
ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি উত্তর: খ

৮. কেন্তমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?
ক. হিত্তিক ও তুখারিক খ. তামিল দ্রাবিড় গ. আর্য ও অনার্য ঘ. মাগধী ও গৌড়ী উত্তর: ক

৯. ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?
ক. মূল আর্যভাষা খ. বৈদিক ভাষা গ. অনার্য ভাষা ঘ. সংস্কৃত ভাষা উত্তর: গ

১০. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন –
ক. পালি খ. প্রাকৃত গ. বৈদিক ঘ. ভোজপুরী উত্তর: গ

১১. বেদের ভাষাকে কী ভাষা বলা হয়?
ক. দেশি ভাষা খ. বৈদিক ভাষা গ. বেদী ভাষা ঘ. ইংরেজি ভাষা উত্তর: খ

১২. আর্যভাষার কোন স্তর থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে?
ক. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ঘ. সংস্কৃত ভাষা উত্তর: খ

১৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে –
ক. সংস্কৃত খ. পালি গ. প্রাকৃত ঘ. অপভ্রংশ উত্তর: গ

১৪. 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ –
ক. প্রকৃত খ. যর্থাথ গ. যা করা হয়েছে ঘ. স্বাভাবিক উত্তর: ঘ

১৫. প্রাকৃত শব্দের অর্থ –
ক. মূর্খদের ভাষা খ. পণ্ডিতের ভাষা গ. জনগণের ভাষা ঘ. লেখকদের ভাষা উত্তর: গ

১৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?
ক. পালি খ. অপভ্রংশ গ. অবহট্ট ঘ. সংস্কৃত উত্তর: খ

১৭. 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কি?
ক. উন্নত খ. বিবৃত গ. সাধারণ ঘ. বিকৃত উত্তর: ঘ

১৮. 'বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে।" এ মতের প্রবক্তা কে?
ক. স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. ড. সুকুমার রায় ঘ. ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উত্তর: ঘ

১৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, সর্বশেষ কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?
ক. ভারতীয় আর্য খ. সংস্কৃত গ. ইন্দো–ইউরোপীয় ঘ. বঙ্গ–কামরূপী উত্তর: ঘ

২০. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন সময় থেকে?
ক. ভারতীয় আর্য খ. সংস্কৃত গ. ইন্দো ইউরোপীয় ঘ. বঙ্গ কামরূপী উত্তর: ঘ

২১. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন সময় থেকে?
ক. খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক খ. খ্রিষ্টীয় দশক শতকের কাছাকাছি সময়
গ. খ্রিষ্টীয় নবম শতকের কাছাকাছি সময় থেকে ঘ. খ্রিষ্টীয় চারশো শতকে উত্তর: ক

২২. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন সময় থেকে?
ক. সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে খ. খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গ. সপ্তম খ্রিষ্টীপূর্বাব্দে ঘ. খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উত্তর: ক

২৩. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা উদ্ভবকাল কবে?
ক. ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে খ. ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে গ. ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর: খ

২৪. বাংলা ভাষার বয়স কত?
ক. ১০০০ বছর খ. ২০০০ বছর গ. ২৫০০ বছর ঘ. ২৭০০ বছর উত্তর: ক

২৫. বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
ক. দশম থেকে চর্তুদশ শতাব্দী খ. একাদশ থেকে পঞ্চাদশ শতাব্দী
গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী উত্তর: ক

২৬. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন সময় থেকে?
ক. সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে খ. খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গ. সপ্তম খ্রিষ্টীপূর্বাব্দে ঘ. খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উত্তর: ক

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

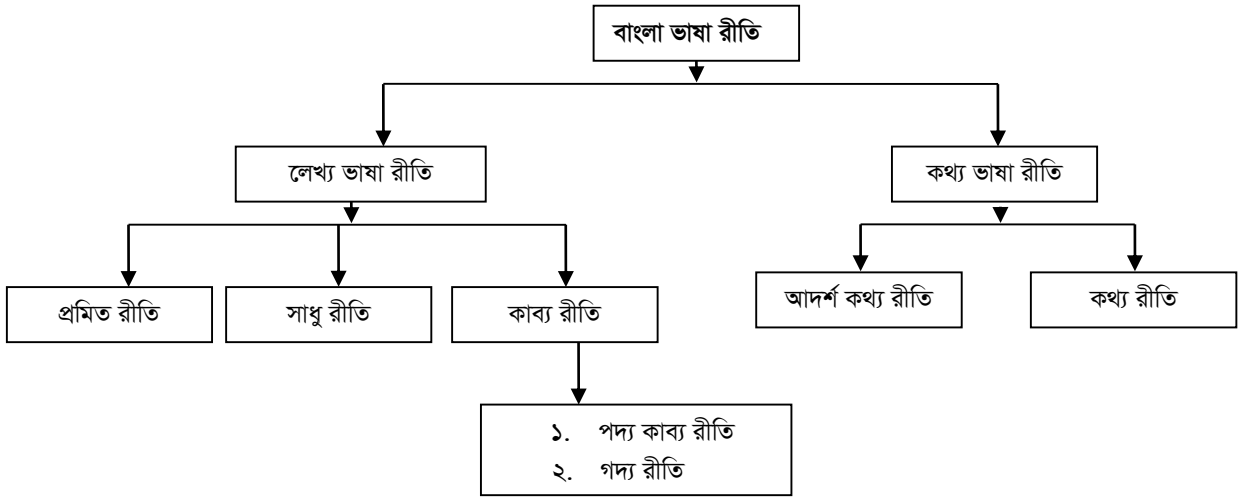

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধু রীতি	চলিত রীতি
গুরুগম্ভীর, মন্থর, পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত।	সরল, সাবলীল ও পরিবর্তনশীল।
গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের পরিচায়ক।	সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও কৃত্রিমতা বর্জিত।
তৎসম শব্দবহুল।	তদ্ভব শব্দবহুল।
শুধু লৈখিক রূপ আছে।	লৈখিক ও মৌখিক উভয় রূপ আছে।
নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ – আলোচনা অনুপযোগী।	নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ–আলোচনার উপযোগী।
ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন:করিল, তাহারা, হইতে।	ক্রিয়া সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: করল, তারা, হতে।
সাধু রীতিতে ক্রিয়ার রূপ দীর্ঘতর হয়।	চলিত রীতিতে ক্রিয়ার রূপ দীর্ঘ হয় না।
সাধু রীতিতে বহু সর্বনামে 'বর্ণ' যুক্ত থাকে। যেমন: ইহাদের, যাহা প্রভৃতি।	চলিত রীতিতে সর্বনামে 'হ' যুক্ত থাকে না। যেমন : এদের যা প্রভৃতি।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা ভাষার প্রধান দুইটি রূপ কী কী?
ক. লেখ্য ও আঞ্চলিক খ. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন গ. কথ্য ও আঞ্চলিক ঘ. কথ্য ও লেখ্য উত্তর: ঘ

২. বাংলা লেখ্য ভাষার রূপ কয়টি?
ক. তিনটি খ. চারটি গ. দুইটি ঘ. সাতটি উত্তর: ক

৩. ভাষার কোন রীতি কেবলমাত্র লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়?
ক. কথ্য রীতি খ. আঞ্চলিক রীতি গ. সাধু রীতি ঘ. চলিত রীতি উত্তর: গ

৪. মানুষের ভাষাকে 'সাধু ভাষা' হিসেবে প্রথম অভিহিত করেন কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. রাজা রামমোহন রায় ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র উত্তর: গ

৫. বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কোন রীতির প্রচলন ছিল?
ক. মিশ্র রীতি খ. কথ্য রীতি গ. চলিত রীতি ঘ. সাধু রীতি উত্তর: ঘ

৬. আলালী বা হুতোমী ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?
ক. সাধু খ. চলিত গ. ইংরেজি ঘ. সংস্কৃত উত্তর: খ

৭. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. প্রমথ চৌধুরী গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. প্রমথনাথ বসু উত্তর: খ

৮. বাংলা গদ্য সাহিত্যে কোন লেখকের রচনা রীতিকে 'আলালী ভাষা' আখ্যা দেওয়া হয়?
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত উত্তর: ক

৯. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিতরূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?
ক. উইলিয়াম কেরী খ. এডওয়ার্ড ডিমোক গ. শ্যামাচরণ ঘ. প্রমথ চৌধুরী উত্তর: ঘ

১০. চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপাত্র কোনটি?
ক. সাধনা খ. শিখা গ. শনিবারের চিঠি ঘ. সবুজপত্র উত্তর: ঘ

১১. বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি?
ক. কল্লোল খ. সবুজপত্র গ. বঙ্গদর্শন ঘ. কালিকলম উত্তর: খ

১২. 'সবুজপত্র' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কী হিসেবে পরিচিত?
ক. একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ খ. এ শ্রেণির লেখকদের আলোচিত রচনা সংকলন
গ. বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা ঘ. অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও নাটক উত্তর: গ

১৩. 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে কোন ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উপভাষা উত্তর: খ

১৪. প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী' প্রচার মাধ্যম হিসাবে কোন পত্রিকা ভূমিকা রাখে?
ক. সাহিত্য খ. কল্লোল গ. সবুজপত্র ঘ. কালিকলম উত্তর: গ

১৫. প্রমথ চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন?
ক. উপন্যাসে ইতিহাস বর্জনে খ. সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে
গ. চলিত ভাষার ব্যবহারে ঘ. গদ্য রচনায় উত্তর: গ

১৬. চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় –
ক. সাধু ভাষা খ. প্রমিত ভাষা গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উপভাষা উত্তর: খ

১৭. 'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বোঝায়?
ক. আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা খ. কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
গ. চলিত রীতির বাংলা ভাষাদ ঘ. সাধু রীতির বাংলা ভাষা উত্তর: গ

১৮. কথ্যরীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষাকে কি বলে?
ক. সাধু ভাষা খ. আদর্শ চলিত ভাষা গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. দেশি ভাষা উত্তর: খ

১৯. কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?
ক. গাম্ভীর্য খ. প্রমিত উচ্চারণ গ. তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার ঘ. ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে উত্তর: খ

২০. কোন অঞ্চলের মৌখিক ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?
ক. যশোর খ. ঢাকা গ. কলকাতা ঘ. বিহার উত্তর: খ

২১. সাধু ভাষার বৈশিষ্ট কোনটি?
ক. গুরুচণ্ডাল খ. গুরুগম্ভীর গ. অবোধ্য ঘ. দুর্বোধ উত্তর: খ

২২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট?
ক. চলিত ভাষা খ. কথ্য ভাষা গ. লেখ্য ভাষা ঘ. সাধু ভাষা উত্তর: ঘ

২৩. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?
ক. কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ. গানের কলিতে গ. গল্পের বর্ণনায় ঘ. নাটকের সংলাপে উত্তর: ঘ

২৪. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল?
ক. সাধু রীতি খ. চলিত রীতি গ. কথ্য রীতি ঘ. বানান রীতি উত্তর: খ

২৫. বাংলা ভাষার চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. আভিজ্যাত্য খ. পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট গ. কাঠামো অপরিবর্তিত ঘ. কৃত্রিমতা বর্জিত উত্তর: ঘ

২৬. চলিত ভাষা রীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য?
ক. পরিবর্তনশীল খ. আভিজাত্যের অধিকারী গ. গুরুগম্ভীর ঘ. অপরিবর্তনীয় উত্তর: ক

২৭. বক্তৃতা ও সংলাপের জন্য কোন ভাষা বেশি ব্যবহার করা হয়?
ক. আঞ্চলিক ভাষা খ. চলিত ভাষা গ. উপভাষা ঘ. সাধু ভাষা উত্তর: খ

২৮. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় –
ক. চলিত ভাষারীতিতে খ. সাধু ভাষারীতিতে গ. সমাজ উপভাষায় ঘ. আঞ্চলিক উপভাষায় উত্তর: খ

২৯. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় –
ক. অব্যয় খ. সম্বোধন পদ গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া উত্তর: ক

৩০. চলিত ভাষায় নিম্নের কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়?
ক. অনুসর্গ খ. বিশেষ্য গ. অব্যয় ঘ. উপসর্গ উত্তর: ক

৩১. দেশ–কাল ও পরিবেশভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?
ক. ধ্বনির খ. ভাষার গ. অর্থের ঘ. শব্দের উত্তর: খ

৩২. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কী বলে ?
ক. চলিত ভাষা খ. সাধু ভাষা গ. উপভাষা ঘ. মিশ্র ভাষা উত্তর: গ

৩৩. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
ক. কথ্য ভাষা খ. উপভাষা গ. সাধু ভাষা ঘ. চলিত ভাষা উত্তর: খ

৩৪. 'Dialect' এর পরিভাষা –
ক. দোভাষা খ. স্থানীয় ভাষা গ. গ্রাম্য ভাষা ঘ. উপভাষা উত্তর: ঘ

৩৫. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
ক. সাহিত্যের ভাষা খ. অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা
গ. পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ঘ. লেখ্য ভাষা উত্তর: খ

৩৬. বাঙালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?
ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল উত্তর: ঘ

৩৭. বাংলা ভাষায় উপভাষা কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৪টি গ. ৩টি ঘ. ২টি উত্তর: ক

৩৮. বাংলাদেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত উপভাষার নাম কী?
ক. পশ্চিমা খ. পূর্বি গ. বরেন্দ্রি ঘ. রাঢ়ি উত্তর: গ

৩৯. 'মোগো' আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ –
ক. আমাদিগের খ. মোদের গ. আমরা ঘ. আমাদের উত্তর: খ

ধ্বনি (Sound)

❖ বাংলা ভাষায় সাধারণত ২ শ্রেণির ধ্বনি আছে। যথা : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
❖ বাংলা ভাষায় উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে স্বরধ্বনি ৩ প্রকার। যথা: আনুনাসিক স্বরধ্বনি, অর্ধ-স্বরধ্বনি এবং দ্বিস্বরধ্বনি।
❖ শব্দের ক্ষুদ্রতম একককে বলে - ধ্বনি।
❖ মানুষের মুখ নিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই 'ধ্বনি' বলে।
❖ একটি ধ্বনিতে যেকটি প্রতীক ব্যবহৃত হয় - একটি।
❖ বাংলা ভাষায় মোট ধ্বনির সংখ্যা/মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা - ৩৭টি।
❖ স্বরধ্বনি/মৌখিক স্বরধ্বনি/মৌলিক স্বরধ্বনি- ৭টি। [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]
❖ বাংলা ভাষায় মোট ব্যঞ্জনধ্বনি- ৩০টি। [প্], [ব্], [ভ্], [ত্], [থ্], [দ্], [ধ্], [ট্], [ঠ্], [ড্], [ঢ্], [ছ্], [জ্], [ঝ্], [ক্], [খ্], [গ্], [ঘ্], [ম্], [ন্], [ঙ্], [স্], [শ্], [হ্], [ল্], [র্], [ড়্], [ঢ়্]।
❖ বাংলা ভাষায় অনুনাসিক স্বরধ্বনি-৭টি। [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]
❖ বাংলা স্বরধ্বনি- ৭টি। ঈ, ঊ, ঋ, ঐ , ঔ এগুলো ধ্বনি নয়; এগুলোকে বলা যায় দ্বৈতবর্ণ (degraph) ব্যাখ্যা : বাংলায় কোনো দীর্ঘ স্বর নেই (ঈ, ঊ), ঋ [র + ই + (রি)], ঐ (ও + ই), ঔ (ও + উ)।
❖ বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১। স্বরধ্বনি (Vowel) ২। ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)
❖ ঋ-ধ্বনিটিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না।
❖ ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। এই বর্ণ কানে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিণত করে।
মনে রাখুন : ১। বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনি/ সন্ধিস্বর/ দ্বৈতস্বর/ সান্ধ্যক্ষর/ যৌগিক স্বরধ্বনি/যুগ্মস্বর - ২৫টি।
২। বাংলায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ/ যৌগিক স্বরবর্ণ - ২টি। (ঐ, ঔ)
❖ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ/যৌগিক স্বরবর্ণ = ২টি। যেমন- ঐ, ঔ।
❖ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ নয়/অলিখিত যৌগিক স্বর = ২৩টি।
❖ মূল স্বরধ্বনি নয় = ২টি (ঐ, ঔ)।
❖ পূর্ণস্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। এরকম দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫ টি।

❖ উচ্চারণের কাল অনুসারে স্বরধ্বনি ২ প্রকার। যথা-
১। হ্রস্বস্বর : উচ্চারণে সময় কম লাগবে। হ্রস্বস্বর = ৪টি। (অ, ই, উ, ঋ) (ATEOP-15)
২। দীর্ঘস্বর : এসব ধ্বনি উচ্চারণে সময় বেশি লাগে। দীর্ঘস্বর -৭টি। (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ)

❖ অক্ষর: ধ্বনি উচ্চরণের একককে অক্ষর বলে। অক্ষর দুই প্রকার (১) মুক্তাক্ষর (২) বদ্ধাক্ষর

❖ মুক্তাক্ষর: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় টেনে পড়া যায়-যেমন: মধু (স্বরান্ত অক্ষরকে বলা হয় মক্তাক্ষর) (BCS 45)

❖ বদ্ধাক্ষর: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় টেনে পড়া যায় না-যেমন: চাঁদ

মাত্রা

বাংলা বর্ণের উপর দাগকে মাত্রা বলে। মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ ৩ প্রকার। যথা :
১. মাত্রাহীন বর্ণ : -১০টি। (স্বর-৪টি। এ, ঐ, ও, ঔ) (ব্যঞ্জন - ৬টি। ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)
২. অর্ধমাত্রা বর্ণ:- ৮টি। (স্বর-১টি ঋ) (ব্যঞ্জন-৭টি। খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
৩. পূর্ণমাত্রা বর্ণ :-৩২টি। (স্বর-৬টি অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ) ব্যঞ্জন - ২৬টি। মোট ৫০টি।

মাত্রা	পূর্ণমাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বর (১১)	৬ (অ-ঊ)	১ঋ	৪ (এ, ঐ, ও, ঔ)
ব্যঞ্জন (৩৯)	২৬	৭	৬
মোট = ৫০টি	৩২	৮	১০

উপাদান, উপকরণ, একক

ভাষার মূল উপকরণ	বাক্য	শব্দের মূল উপাদান	ধ্বনি
ভাষার মূল উপাদান	ধ্বনি	শব্দের মূল উপকরণ	ধ্বনি
ভাষার বৃহত্তম একক	বাক্য	শব্দের ক্ষুদ্রতম একক	ধ্বনি
ভাষার ক্ষুদ্রতম একক	ধ্বনি	ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন	বর্ণ
বাক্যের মৌলিক উপাদান	শব্দ	ভাষার ইট বলা হয়	বর্ণ
বাক্যের মূল উপাদান	শব্দ	ভাষার স্বর বলা হয়	ধ্বনি
বাক্যের মূল উপকরণ	শব্দ	ভাষার ছাদ বলা হয়	বাক্য
বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক	শব্দ		

☑ ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ:

উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ
জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ
অগ্রতালু	তালব্য বর্ণ	চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়
পশ্চাৎ দন্তমূল	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়
অগ্র দন্তমূল	দন্ত্য বর্ণ	ত থ দ ধ ন ল স
ওষ্ঠ্য	ওষ্ঠ্য বর্ণ	প ফ ম ব ভ ম

স্বরধ্বনি উচ্চাররণের ছক

জিভের উচ্চতা ↓	জিভের অবস্থান: সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	ঠোঁটের উন্মুক্তি ↓
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম
	শ, ষ, স			হ	

বিসিএস পরীক্ষায় বিগত সালে আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহবা উচ্চ অবস্থানে থাকে? [৪৬তম বিসিএস]
ক. আ খ. এ গ. উ ঘ. ও উত্তর: গ

২. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনি তত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [৪৬তম বিসিএস]
ক. মুহম্মদ আবদুল হাই খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মুহম্মদ এনামুল হক উত্তর: ক

৩. বাংলার বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি? [৪৬তম বিসিএস]
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি উত্তর: খ

৪. 'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক. ধ্বনি দৃশ্যমান খ. মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি
গ. ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয় ঘ. অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগধ্বনি উত্তর: ক

৫. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের? [৪৫তম বিসিএস]
ক. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গ. মুহম্মদ এনামুল হক ঘ. সুকুমার সেন উত্তর: ঘ

৬. সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক. মানোএল দ্য আস্সুম্পসাঁও খ. রাজা রামমোহন রায় গ. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ঘ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড উত্তর: ক

৭. উচ্চারণের নীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? [৪৫তম বিসিএস]
ক. অ খ. আ গ. ও ঘ. এ উত্তর: ঘ

৮. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক. স্বরযন্ত্র খ. ফুসফুস গ. দাঁত ঘ. উপরের সবকটি উত্তর: ঘ

৯. বাংলা আদি অদিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [৪২তম বিসিএস]
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত গ. হিন্দি ঘ. অস্ট্রিক উত্তর: ঘ

১০. বাঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল উত্তর: ঘ

১১. বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে ? [৪১তম বিসিএস]
ক. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ খ. রাজশেখর বসু গ. হরিচরণ দে ঘ. অশোক মুখোপধ্যায় উত্তর: ক

১২. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান খ. আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান গ. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা ঘ. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব উত্তর: ঘ

১৩. 'The Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থটি রচনা করেছেন– [৩৩তম বিসিএস]
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন উত্তর: খ

১৪. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
ক. প্রভু যিশুর বাণী খ. কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঘ. মিশনারি জীবন উত্তর: খ

১৫. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস]
ক. অক্ষয় দত্ত খ. মার্শম্যান গ. ব্রাসি হ্যালহেড ঘ. রাজা রামমোহন উত্তর: ঘ

১৬. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কি? [২৭তম বিসিএস]
ক. মাগধীয় ব্যাকরণ খ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ গ. মাতৃভাষা ব্যাকরণ ঘ. ভাষা ও ব্যাকরণ উত্তর: খ

১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি? [২৭তম বিসিএস]
ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ. বাংলা সাহিত্যের কথা ঘ. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা উত্তর: খ

১৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম— [২৬তম বিসিএস]
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাংলা সাহিত্যের কথা গ.বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত উত্তর: খ

১৯. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাংকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস্ খ. স্যার উলিয়াম ক্যারী গ.রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় ঘ. ব্রাসি হ্যালহেড উত্তর: ঘ

২০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন? [২৫তম বিসিএস]
ক. সুকুমার সেন খ. দীনেশচন্দ্র সেন গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর: খ

২১. কোনটি মুহাম্মদ এনামুল হকের রচনা? [২৫তম বিসিএস]
ক. ভাষার ইতিবৃত্ত খ. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব গ. মনীষা-মঞ্জুষা ঘ. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান উত্তর: গ

২২. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ' কার রচনা? [২৪তম বিসিএস]
ক.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আবদুল হাই গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী উত্তর: ক

২৩. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ.মুহম্মদ এনামুল হক গ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই উত্তর: ক

২৪. 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান'- এর সম্পাদক কে? [২২তম বিসিএস]
ক. মুহম্মদ আব্দুল হাই খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. মুহম্মদ এনামুল হক ঘ. আহমদ শরীফ উত্তর: ঘ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. ব্যাকরণের কয়টি অংশ থাকে?
ক. চারটি খ. তিনটি গ. দুইটি ঘ. একটি উত্তর:ক

২. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক. শব্দতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব উত্তর:খ

৩. ভাষার মূল উপকরণ কী?
ক. শব্দ খ. বর্ণ গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য উত্তর:ঘ

৪. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে
ক.ফলা খ. বর্ণ গ. কার ঘ. কোনটিই নয় উত্তর:গ

৫. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়-
ক.ধ্বনি খ. বর্ণ গ. শব্দ ঘ. বাক্য উত্তর:ক

৬. ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক.কার খ. ফলা গ. শব্দ ঘ. বাক্য উত্তর:খ

৭. কোন দুটি বর্ণ দ্বিস্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনির প্রতীক
ক. অ, আ খ. ই, ঈ গ. ঐ, ঔ ঘ. এ, ও উত্তর:গ

৮. তাড়নজাত বর্ণ কোনটি?
ক. র খ. ড় গ. ল ঘ. ষ উত্তর:খ

৯. ঘোষ-মহাপ্রাণ বর্ণ কোনটি?
ক. ক খ. খ গ. গ ঘ. ঘ উত্তর:ঘ

১০. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি সংখ্যা কয়টি?
ক.২০টি খ. ২২টি গ. ২৫টি ঘ. ২৮টি উত্তর:গ

১১. স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি কতটি?
ক. ২০টি খ. ২৩টি গ. ২৭টি ঘ. ২১টি উত্তর:ক

১২. কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
ক. ঐ, অ খ. আ, ঔ গ. ই, ঔ ঘ. ঐ, ঔ উত্তর:ঘ

১৩. 'থ' বর্ণটি কী?
ক. অল্পপ্রাণ ও অঘোষ খ. অল্পপ্রাণ ও ঘোষ গ. মহাপ্রাণ ও অঘোষ ঘ. মহাপ্রাণ ও ঘোষ উত্তর:গ

বাড়ির কাজ

১. চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য?
ক. গুরুগম্ভীর খ. সুনিয়ন্ত্রিত গ. পরিবর্তনশীল ঘ. তৎসম শব্দবহুল উত্তর: গ

২. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-
ক. চলিত ভাষারীতিতে খ. সাধু ভাষারীতিতে গ. সমাজ উপভাষায় ঘ. আঞ্চলিক উপভাষায় উত্তর: খ

৩. চলিত রীতির শব্দদ্বয় কোনটি?
ক. করিল খ. করিয়া গ. করিবার ঘ. করে উত্তর: ঘ

৪. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল?
ক. সাধুরীতি খ. চলিত রীতি গ. কথ্য রীতি ঘ. বানান রীতি উত্তর: খ

৫. জুতো শব্দটি কোন ভাষারীতির?
ক. সাধু খ. চলিত গ. প্রাকৃত ঘ. কোল উত্তর: খ

৬. কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?
ক. গাম্ভীর্য খ. প্রমিত উচ্চারণ গ. তৎসম শবেদর বহুল ব্যবহার ঘ. ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে উত্তর: খ

৭. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?
ক. কথ্য ভাষা খ. আঞ্চলিক ভাষা গ. সাধু ভাষা ঘ. চলিত ভাষা উত্তর: গ

৮. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. গুরুচণ্ডাল খ. গুরুগম্ভীর গ. অবোধ্য ঘ. দুর্বোধ্য উত্তর: খ

৯. নিচের কোনটি সাধুরীতির উদাহরণ?
ক. তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বাত্র খ. তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসিল সবখানে
গ. তখন গভীর ছায়া নামিয়া সাবে সর্বত্র ঘ. তখন গভীর ছায়া সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে উত্তর: খ

১০. নিচের কোনটি চলিত রীতির শব্দ?
ক. তুলা খ. শুকনো গ. পড়িল ঘ. সহিত উত্তর: খ

১১. 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ?
ক. সাধু ভাষা খ. কথ্য ভাষা গ. পড়িল ঘ. চলিত ভাষা উত্তর: ঘ

১২. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-
ক. রাজা মনি মোহন রায় খ. রাজা রামমোহন রায় গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. অক্ষয় কুমার দত্ত উত্তর: খ

১৩. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?
ক. বিশেষ্য খ. সর্বনাম গ. অব্যয় ঘ. ক্রিয়া উত্তর: গ

১৪. কোনটি সাধুরীতির শব্দ?
ক. আজ খ. মিনতি গ. জল ঘ. জোসনা উত্তর: ঘ

১৫. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরুপে ব্যবহৃত হয়-
ক. অব্যয় খ. সম্বোধন পদ গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া উত্তর: ক

১৬. বাংলা সাধু ভাষা বলতে বোঝায়-
ক. সাধু পুরুষদের ব্যবহৃত ভাষা খ. তৎসম শব্দবহুল ভাষার রীতি গ. কবিতা রচনার ভাষা ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: খ

১৭. বাংলা সহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. প্রমথ চৌধুরী গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. সমরেশ মজুমদার উত্তর: খ

১৮. কোন ভাষা পরিবর্তনশীল?
ক. সাধু খ. চলিত গ. আঞ্চলিক ঘ. উপভাষা উত্তর: খ

১৯. সমাসের রীতি কোন্ ভাষা থেকে আগত?
ক. আরবি খ. ফারসি গ. সংস্কৃত ঘ. ইংরেজি উত্তর: গ